সংবাদ

তারিখ 06 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্ব কিছুতেই বেসরকারি সংস্থাকে নয়

মো. সাইফুল ইসলাম

ব্যক্তি জীবনে ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানসম্মত শিক্ষা প্রয়োজনে অপরিহার্য। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজে সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত হয়ে থাকে। শিক্ষা সভ্যতার ও অগ্রগতির বাহক। আধুনিক বিশ্বে উন্নত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানমনস্ক, তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। একটি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ওপর। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। সে সব শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও সুযোগ রয়েছে তারা শিক্ষার সব কয়টি ধাপ অতিক্রম করতে পারে। আমাদের সমাজের বর্তমানে সুবিধাবঞ্চিত একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য ও সুযোগ নেই শিক্ষার সব কয়টি ধাপ অতিক্রম করার। তাদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সারা জীবনের বুনিয়াদ।

প্রাথমিক শিক্ষা ও নাগরিক সমাজ

ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী ধারায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এবং জনগণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং গ্রামীণ জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে স্থানীয় নাগরিক সমাজ শিক্ষক বেতন, ভৌত অবকাঠামো তৈরি এবং তত্ত্বাবধানসহ বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ বহন করতেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে নাগরিক সমাজের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এ ধরনের সহযোগিতা প্রদান প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সংবিধানের ১৭ নং অনুসারে ১৯৭৩ সালে সরকার সারাদেশে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১,৫৭,৭২ জন শিক্ষক, ৭৭,৫৮,০০০ জন শিক্ষার্থী সহ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। সেই সময় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব জনগণ থেকে সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়। জাতীয়করণের পর থেকেই স্থানীয় নাগরিক সমাজ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ধীরে ধীরে দূরে সরে আসেন। তাদের ধারণা-যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে সরকার। স্থানীয় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ জনসাধারণের সেই হারানো সম্পর্ক আবার যদি পুনর্স্থাপন করা যায় তা হলেই সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার পথ অনেকটা সুগম হবে।

শিক্ষা প্রসারে বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ

স্বাধীনতার পর সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমাদের এ অঞ্চলের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শাসক শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণী তাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃজন ও লালন করতেন। কিন্তু দরিদ্র শিশুদের প্রবেশিকার ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল না। দরিদ্র মানুষ তাদের সমাজের তাদের শিশুদের বাড়ির আঙিনায় এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতেন। দরিদ্র সমাজের অপেক্ষাকৃত সচেতন প্রতিনিধি ঐ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। এ সব প্রতিষ্ঠানে কি পড়ানো হবে, কে পড়াবেন, কত সময় পড়ানো হবে তার কোন কিছুই রাষ্ট্রকৃত নির্ধারিত হতো না। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব সমাজে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো বিলীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বেসরকারি সংগঠনগুলো বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়নি বা প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনী না করে মাঝপথে ঝরে পড়েছে তাদের জন্য শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করে। বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত আনুষ্ঠানিক-উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচিসমূহ হলো প্রাক - প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, কৈশোর শিক্ষা কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, অব্যবহৃত শিক্ষা কর্মসূচি। বেসরকারি সংস্থাগুলো নিজস্ব পরিকল্পনায় এবং দাতা গোষ্ঠীর পরামর্শ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা- বছর, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিছুটা উপকৃত হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে এই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন ছিল। বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনায় মূলস্রোতধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনা থেকে অনেকটাই ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি নীতি ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও বিদ্যমান আছে। দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মূল স্রোতধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আনার জন্য একটা লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।

ব্র্যাক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধরন

বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত স্কুলের কার্যক্রম অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভিন্ন। ৪২ মাস মেয়াদি ৩০ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাস করে স্কুল থেকে বের হয়। ১০ মাস ধরে শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। এরপর আট মাস করে পড়ার পর একশ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। সপ্তাহে ৬দিন বছরে ২৬৮ দিন ক্লাস হয়। এক কক্ষ বিশিষ্ট স্কুলঘর এব স্কুল পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন শিক্ষার্থীরা বাঁশের চাটাই বা ছালার চট মাটিতে বিছিয়ে বসে। বসার আসনব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নয়। মেঝেতে বসে নি হয়ে ঝুঁকে লিখতে হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর স্কুলে টিউবওয়েল ও সেনিটেশনের ব্যবস্থা নেই নিতান্ত প্রয়োজন হলে বাড়িওয়ালার টিউবওয়েল ও টয়লেট ব্যবহার করে থাকে শিক্ষার্থীরা। স্কুলে খেলার মাঠ নেই। এক কক্ষ বিশিষ্ট স্কুলে শিক্ষার্থীরা ৪ -৫ ঘণ্টা লেখাপড়া করে থাকে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা এব ব্র্যাকের নিজস্ব প্রকাশনা থেকে বের করে শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণ করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বইগুলো জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই। জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ে সহজ । পঞ্চম শ্রেণী জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের বই পড়ানো হয় কারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সব স্কুলের সমাপনী পরীক্ষা হয় এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরে শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। এই সনদ নিয়ে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়। শিক্ষক সর্বনিম্ন যোগ্যতা এসএসসি, মাসিক বেতন ১০০০ টাকা ও স্কুল ঘরটি মাসিক ২০০ টাকা ভাড়া প্রদান করা হয়। শিক্ষকদের শুরুতে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া এছাড়াও প্রতি মাসে বিষয়ভিত্তিক একদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিকল্প ধারা এ ব্যবস্থাটি কোনক্রমেই আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সমান্তরাল হতে পারে না বলে অনেকে মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সবার জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক - বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের মূলনীতিতে এই স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র সব শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হবে। দেশে থেকে নিরক্ষরতা

বোদা উপজেলার বড়শশী
বগদুলকুলা গ্রামে - বর্তমানে
কিডনিই নষ্ট। রাজুর মা
জানান, বড় ছেলে রাজুর ব
পর তখনই তার বাবা আ
মারা যান। ২ ছেলে ও ১
রাজুই বড়। অনেক কষ্ট করে
চাঁদা করে সংসার পরি
আসছি। গত কিছুদিন
শারীরিক সমস্যা দেখা দি
দেখাই। বিভিন্ন পরীক্ষা করে
রাজুর দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে
চিকিৎসা করতে ইতোমধ্যে
বাড়ির অন্যান্য জিনিসপত্র
লক্ষাধিক টাকা খরচ
পরিবারের আর তেমন কোন
যা বিক্রি করে রাজুর সুচিকি
পারবো। বর্তমানে রাজু
হাসপাতালের কিডনি বি
এহসানুল হকের তত্ত্বাবধানে
আছে। ডাক্তাররা জানিয়ে
প্রতিস্থাপন করতে প্রায় ১২
প্রয়োজন। কিন্তু এত টাকা
তাদের পরিবারের পক্ষে
প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে
হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর
রাজুকে সুস্থ করতে তার
উপদেষ্টাসহ সমাজের দানশী
কাছে সাহায্য চেয়েছেন। সাহ
ঠিকানা : মো. আবদুল
হিসাব নং- ১১৮০, ইসল
পঞ্চগড় শাখা। অথবা
ইলেকট্রনিক্স, বগদুলকুলা বা
পঞ্চগড়। মোবাইল- ০১৭১
০১৭৩৪-৫৭০৬৮০।

বদলগাছী (নওগাঁ) : উপজেলা

বদলগাছী
অনি